ব্যবসায় অর্থসংস্থান
Business Finance

৯

অর্থসংস্থান ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের জন্য মানবদেহে শোণিত প্রবাহের মতো। রক্ত চলাচলে বিঘ্ন ঘটলে কিংবা রক্তের প্রবাহ সচল না থাকলে যেমনি মানব দেহ অসাড় হয়ে যায়, ঠিক তেমনি প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করা সম্ভব না হলে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করাও অসম্ভব হয়ে পড়ে। প্রারম্ভিক অবস্থায় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা, উৎপাদন কার্য চালানো, প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ও আসবাবপত্র সংগ্রহ, কর্মচারীদের বেতনাদি পরিশোধ ইত্যাদি নানাবিধ কারণে অর্থের আবশ্যকতা রয়েছে। তাই যে কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য অর্থকে প্রধান হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ফলে ব্যবসায়ীকে প্রথমেই অর্থসংস্থানের উৎসের সন্ধান করতে হয়। ব্যবসায় অর্থসংস্থানের উৎস সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা দেবার লক্ষ্যে এ ইউনিটে আমরা ব্যবসায় বিভিন্ন প্রকারের অর্থের সংস্থান, উৎস, বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসহ দেশের প্রধান দুটি স্টক এক্সচেঞ্জ নিয়ে আলোচনা করবো।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ০২ সপ্তাহ

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ৯.১: ব্যবসায় অর্থসংস্থান: উপক্রমনিকা
পাঠ - ৯.২: বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান
পাঠ - ৯.৩: স্টক এক্সচেঞ্জ

পাঠ ৯.১ ব্যবসায় অর্থসংস্থান: উপক্রমনিকা
Business Finance: An Introduction

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ব্যবসায় অর্থসংস্থান কী বলতে পারবেন।
- ব্যবসায় অর্থসংস্থানের প্রকারভেদগুলো বলতে পারবেন।
- দীর্ঘমেয়াদি অর্থসংস্থানের উৎসসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
- স্বল্পমেয়াদি অর্থসংস্থানের উৎসসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

যে কোনো ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে চালানোর জন্য অর্থের প্রয়োজন। প্রথম অবস্থায় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা, উৎপাদন কার্য বা ব্যবসায়িক কার্য চালানো, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ইত্যাদি খরিদ করা, মালামাল ক্রয় করা, কর্মচারীদের বেতন দেওয়া প্রভৃতি নানাবিধ কারণে অনেক টাকার দরকার হয়। এ টাকাকে আমরা সাধারণত 'মূলধন' বা 'পুঁজি' বলে থাকি। প্রয়োজনীয় মূলধন ব্যতীত ব্যবসায় সাফল্যের সাথে পরিচালনা করা যায় না। তাই ব্যবসায়ের অর্থসংস্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর গুরুত্বকে সামনে রেখে এ পাঠে আমরা ব্যবসায়ের অর্থসংস্থান কী তা জেনে নেয়ার পাশাপাশি আলোচনা করবো এর ধরন এবং উৎসসমূহ সম্পর্কে।

ব্যবসায় অর্থসংস্থান বলতে কী বোঝায়

What is meant by business finance

ব্যবসায়-বাণিজ্য বা শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন, উন্নয়ন ও পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহকরণ ও ব্যবহারকরণকে ব্যবসায় অর্থসংস্থান বা ব্যবসায়ে অর্থসংস্থান বলে। একটি উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠান বা অন্য যে কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে আরম্ভ করে বিলুপ্ত হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে অর্থের প্রয়োজন হয়। প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা ও সংগৃহীত অর্থের সদ্ব্যবহার করা- এ সবই ব্যবসায় অর্থসংস্থানের আওতাভুক্ত। প্রকৃতপক্ষে, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য প্রথম ও প্রধান প্রয়োজনীয় উপাদন হচ্ছে অর্থ। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপন, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও অন্যান্য মালামল ক্রয়, কর্মচারীদের বেতনাদি পরিশোধ ইত্যাদি নানাবিধ কারণে অর্থের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। সাধারণ অর্থে এগুলোকে আমরা মূলধন বলে থাকি। যে কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের এ মূলধন সরবরাহ ও তার সদ্ব্যবহারই ব্যবসায় অর্থসংস্থান। নিম্নে ব্যবসায় অর্থসংস্থান সম্পর্কে কয়েকটি অনুপম সংজ্ঞা তুলে ধরা হলো:

- **বি. ও. হুইলার** (B. O. Wheeler)- এর ভাষায়, "ব্যবসায় অর্থসংস্থান বলতে ব্যবসায়ের সেই কাজকে বোঝায় যা ব্যবসায় সংস্থার আর্থিক চাহিদা মেটানো ও সামগ্রিক উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য মূলধন তহবিল সংগ্রহ করণ ও সংরক্ষণের সাথে জড়িত।" [Business finance is that business activity which is concernd with the acquisition and conservation of capital funds in meeting the financial need and overall objective of business enterprise.]
- **জর্জ টেরি** (George R. Tery)- এর মতে, "যে কোনো ধরনের মূলধন, ঋণ, নগদ তহবিল ইত্যাদি যদি ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে নিয়োগ করা হয় তবে তাকে ব্যবসায় অর্থসংস্থান বলে।"
- **গ্লস এবং বেকার** (Gloss and Baker) ব্যবসায় অর্থসংস্থান সম্পর্কে বলেন, "ছোটো বড় সকল আয়তনের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের তহবিলের উৎসসমূহ এবং সে সব উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থ বা ঋণের সদ্ব্যবহারের সাথে ব্যবসায় অর্থসংস্থান জড়িত।" [Business finance is concerned with the sources of funds available to enterprise of all sizes and the proper use of money or credit obtained form such sources.]

আমরা সহজেই অনুধাবন করতে পারি যে, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান চালানোর জন্য অর্থের প্রয়োজন। কোনো ব্যবসায় শুরুর লগ্নে প্রতিষ্ঠান স্থাপন, পরিচালনা ও উন্নয়ন তথা যাবতীয় খরচ নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংগ্রহ এবং সংগৃহীত অর্থের সদ্ব্যবহার করার সামগ্রিক প্রক্রিয়াকে ব্যবসায় অর্থসংস্থান বলে।

ব্যবসায় অর্থসংস্থানের প্রকারভেদ

Kinds of business finance

বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবসায়ে অর্থসংস্থান করা হয়। অর্থসংস্থানের এসব উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে বিভিন্ন মেয়াদের জন্য অর্থ সরবরাহ করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যবসায় অর্থসংস্থানকে তিনভাগে ভাগ করা যায়:

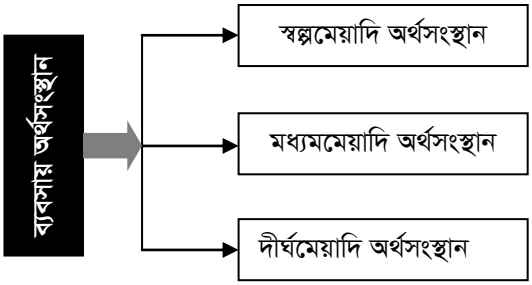

চিত্র ৯.১: ব্যবসায় অর্থসংস্থানের প্রকারভেদ

১. **স্বল্পমেয়াদি অর্থসংস্থান (Short-term financing):** অল্প সময়ের জন্য ব্যবহার করার উপযোগী অর্থসংস্থানকে স্বল্পমেয়াদি অর্থসংস্থান বলা হয়। সাধারণত ১ বছর বা তারও কম সময়ের জন্য ব্যবসায়ে যে মূলধন ব্যবহার করা হয় তাকে স্বল্পমেয়াদি অর্থসংস্থান বা স্বল্পমেয়াদি মূলধন বলে। কারখানার জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ক্রয় বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের জন্য পণ্যসামগ্রী ক্রয় এবং ব্যবসায়ের অন্যান্য নৈমিত্তিক খরচ মেটানোর জন্য স্বল্পমেয়াদি অর্থসংস্থানের প্রয়োজন হয়।

২. **মধ্যমমেয়াদি অর্থসংস্থান (Intermediate term financing):** সাধারণত ১ বছরের ওপরে কিন্তু ১০ বছরের কম সময়ের জন্য ব্যবহৃত অর্থসংস্থানকে মধ্যমমেয়াদি অর্থসংস্থান বলে। অবশ্য কারো কারো মতে মধ্যম মেয়াদ বলতে ১ বছরের অধিক তবে ৫ বছর পর্যন্ত সময়কে বোঝায়। মধ্যমমেয়াদি অর্থসংস্থানের তখনই প্রয়োজন হয়, যখন স্বল্পমেয়াদি অর্থসংস্থানে প্রয়োজন মিটে না, আবার দীর্ঘমেয়াদি অর্থসংস্থান প্রতিষ্ঠানের জন্য খুবই ব্যয়বহুল প্রতীয়মান হয়।

৩. **দীর্ঘমেয়াদি অর্থসংস্থান (Long term financing):** ব্যবসায়ের স্থায়ী সম্পদ ক্রয় ও প্রাথমিক খরচ নির্বাহ করার জন্য যে মূলধন সরবরাহ করা হয় তাকে দীর্ঘমেয়াদি অর্থসংস্থান বা দীর্ঘমেয়াদি মূলধন বলে। ব্যবসায়ের জন্য জমি, দালান, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি স্থায়ী সম্পদ ক্রয় বা কারখানা নির্মাণের জন্য দীঘমেয়াদি অর্থের প্রয়োজন হয়। অনেক বছর যাবত এসব সম্পদ স্থায়ী থাকে বলে দীর্ঘমেয়াদি অর্থসংস্থানকে স্থায়ী অর্থসংস্থানও বলা হয়। এরূপ অর্থসংস্থান সাধারণত ১০ বছরের অধিক সময়ের জন্য করা হয়। অনেকে আবার ৫ বছরের অধিক সময়কেও দীর্ঘমেয়াদি অর্থসংস্থান হিসেবে বুঝিয়ে থাকে।

ব্যবসায় অর্থসংস্থানের উৎসসমূহ

Sources of business finance

বাংলাদেশের শিল্প ও বাণিজ্যে অর্থসংস্থানের উৎসসমূহ:

ব্যবসায়ে বিভিন্ন প্রকার উৎস থেকে অর্থসংস্থান করা হয়ে থাকে। এদের মধ্যে কতগুলো রয়েছে দীর্ঘমেয়াদি উৎস আবার কতগুলো রয়েছে স্বল্পমেয়াদি উৎস। দীর্ঘমেয়াদি এবং স্বল্পমেয়াদি অর্থসংস্থানের উদ্দেশ্য সর্বদা এক রকম হয় না। উভয়

প্রকার অর্থের ব্যবহারের তারতম্যের দরুন অর্থ সংগ্রহের উৎসও স্বাভাবিকভাবেই ভিন্ন ভিন্ন রকম হয়। আমরা এখানে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অর্থসংস্থানের উৎসগুলো আলোচনা করবো।

- **দীর্ঘমেয়াদি অর্থসংস্থানের উৎসসমূহ**

Sources of long term financing

বর্তমান বৃহৎ ও জটিল ব্যবসায় পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে চলার জন্য শুধুমাত্র মালিক বা শেয়ারহোল্ডারদের সীমিত পুঁজির ওপর নির্ভর করলে চলে না। ব্যবসায়ের স্থায়ী সম্পদ ক্রয় ও অন্যান্য কারণে ব্যবসায়ীকে বিভিন্ন উৎস থেকে দীর্ঘ মেয়াদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে হয়। নিম্নে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি অর্থসংস্থানের উৎসগুলো আলোচিত হলো:

১. প্রবর্তকদের নিজস্ব তহবিল
২. শেয়ার বিক্রয়
৩. ঋণপত্র বিক্রয়
৪. অবলেখকদের নিকট থেকে
৫. শেয়ার বাজারের মাধ্যমে
৬. ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধি থেকে
৭. সংরক্ষিত তহবিল ব্যবহার
৮. ফাইনান্স কোম্পানি
৯. বিনিয়োগ বোর্ড
১০. বিমা কোম্পানি
১১. বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড
১২. ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা
১৩. সরকারি বিভাগ
১৪. কেন্দ্রীয় ব্যাংক
১৫. এন.জি.ও

১. **প্রবর্তকদের নিজস্ব তহবিল (Owners own fund):** যে কোনো ব্যবসায় আরম্ভ করার সময় ব্যবসায়ের যারা মালিক থাকেন তারাই প্রধানত নিজ তহবিল থেকে দীর্ঘমেয়াদি মূলধন সরবরাহ করে থাকেন।

২. **শেয়ার বিক্রয় (sale of share):** পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি জনসাধারণের নিকট শেয়ার বিক্রয় করে দীর্ঘমেয়াদি অর্থের যোগাড় করে থাকে। অবশ্য শেয়ার বিক্রয় করে যে টাকা পাওয়া যায় তার কিছু অংশ চলতি মূলধন হিসেবেও ব্যবহার করা যায়।

৩. **ঋণপত্র বিক্রয় (Sale of debenture):** পাবলিক কোম্পানিতে যদি দীর্ঘমেয়াদি মূলধনের অভাব দেখা দেয়, তখন ঋণপত্র বা ডিবেঞ্চার বিক্রয় করেও অর্থ সংগ্রহ করা হয়।

৪. **অবলেখকদের নিকট থেকে (From underwriters):** অনেক কোম্পানি শেয়ার অবলেখকদের নিকট থেকে দীর্ঘমেয়াদি অর্থ সংগ্রহ করে। অবলেখকগণ কোম্পানির নিকট থেকে শেয়ার ও ঋণপত্র অগ্রিম কিনে নেয় এবং পরে বাহিরের ক্রেতাদের নিকট এগুলো বিক্রয় করে।

৫. **শেয়ার বাজারের মাধ্যমে (Through share market):** পাবলিক কোম্পানি শেয়ার বাজার বা স্টক এক্সচেঞ্জে শেয়ার ও ঋণপত্র বিক্রয় করে ব্যবসায়ের জন্য দীর্ঘমেয়াদি অর্থ সংগ্রহ করতে পারে।

৬. **ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধি থেকে (From managing agent):** কোম্পানির ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধিগণ তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ কোম্পানিতে দীর্ঘমেয়াদি মূলধনের সরবরাহ করে।

৭. **সংরক্ষিত তহবিল ব্যবহার (Use of reserve fund):** ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সংরক্ষিত তহবিল থেকেও কিছু টাকা দীর্ঘমেয়াদি মূলধন হিসেবে ব্যবহার করতে পারে।

৮. **ফাইনান্স কোম্পানি (Finance company):** কোম্পানির শেয়ার অবলেখন করে বা সরাসরি ক্রয় করে ফাইনান্স কোম্পানি ব্যবসায়ে দীর্ঘমেয়াদি অর্থ সরবরাহ করে।

৯. **বিনিয়োগ সংস্থা (Investment agency):** সাধারণত নিজস্ব শেয়ার বিক্রয় করে বিনিয়োগ সংস্থা তহবিল সৃষ্টি করে এবং উক্ত তহবিলের টাকা দিয়ে অন্যান্য কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করে। বাংলাদেশ বিনিয়োগ কর্পোরেশন এরূপ একটি বিনিয়োগ সংস্থা।

১০. **বিমা কোম্পানি (Insurance company):** বিমা কেম্পানিগুলো বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘমেয়াদি অর্থ সরবরাহ করে থাকে। জীবন বীমা কর্পোরেশন, ন্যাশনাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি, বাংলাদেশ জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি ইত্যাদি বাংলাদেশের শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘমেয়াদি অর্থ সরবরাহ করে।

১১. **বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড (Bangladesh development bank):** বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক। বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক ও বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থাকে একীভূত করে এই ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। বিডিবিএল দীর্ঘ ও মধ্য মেয়াদি ঋণ, কার্যকরী মূলধন প্রদান, সম মূলধন সুবিধা, বাণিজ্যিক ব্যাংক সেবা, যথা- আমানত যোগান, বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা, ঋণপত্র ব্যবস্থাপনা, বিদেশি মুদ্রা প্রত্যাবসন এবং ঋণ গ্রহীতার পক্ষে ঋণ পরিশোধে সহায়কের ভূমিকা পালন করে থাকে।

১২. **ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য বিশেষায়িত সংস্থা (Specialized agency for small industries):** ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে আর্থিক সহায়তাদানের জন্য গঠিত সংস্থা ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি অর্থ সাহায্য করে থাকে। বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়নের জন্য এ ধরনের আর্থিক সহায়তা দেয়।

১৩. **সরকারি বিভাগ (Government department):** সাধারণত প্রতিটি দেশেই সরকারের অর্থসংস্থান বিভাগ থাকে। এ বিভাগ শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘমেয়াদি অর্থের যোগান দেয়।

১৪. **কেন্দ্রীয় ব্যাংক (Central bank):** যে কোনো দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক সে দেশের শিল্প বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ সরবরাহ করে থাকে। বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংক এ ধরনের ঋণ মঞ্জুর করে।

১৫. **এন.জি.ও. (Non Government Organisation):** দেশের শিল্প বাণিজ্য তথা ব্যবসায়ের উন্নয়নের জন্য বিদেশি ও দেশি বেসরকারি সংস্থাগুলো (এন.জি.ও) বিশেষ সহায়তা করে থাকে। বাংলাদেশেও এন.জি.ও. গুলো বিভিন্ন সময়ে শিল্প ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ সরবরাহ করে থাকে।

- **স্বল্পমেয়াদি অর্থসংস্থানের উৎসসমূহ**
  Sources of short term financing

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপন, পরিচালনা ও উন্নয়ন তথা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে সচল করার জন্য অর্থের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ দীর্ঘমেয়াদে ও স্বল্প মেয়াদে অর্থ সংগ্রহের লক্ষ্যে বিভিন্ন উৎস ব্যবহার করে থাকে। যেসব উৎস থেকে কোনো ব্যবসায় সংগঠন স্বল্প মেয়াদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করে থাকে তা নিম্নের আলোচনায় তুলে ধরা হলো:

১. মালিকের নিজস্ব তহবিল
২. ব্যক্তিগত ঋণ
৩. গ্রাম্য মহাজন
৪. দেশজ ব্যাংকার
৫. ব্যবসায়িক ঋণ
৬. গ্রাহকদের নিকট থেকে অগ্রিম গ্রহণ
৭. বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ
৮. শিল্প ব্যাংক
৯. সমবায় ব্যাংক
১০. ব্যাবস্থাপনা প্রতিনিধি
১১. মুনাফার অংশ সংরক্ষণ
১২. সমবায় ঋণদান সমিতি
১৩. কমার্শিয়াল পেপার হাউস
১৪. এন.জি.ও.
১৫. সরকারি প্রতিষ্ঠান
১৬. ভূমি বন্ধকি ব্যাংক

১. **মালিকের নিজস্ব তহবিল (Owners own capital):** ব্যবসায়ের মালিক নিজের তহবিল থেকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বল্পমেয়াদি অর্থের যোগান দেয়। তবে মালিকের পক্ষে সমস্ত চলতি মূলধন সরবরাহ করা সম্ভব না হলে অন্যান্য উৎস থেকে তা সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হয়।

২. **ব্যক্তিগত ঋণ (Personal loan):** মালিক যদি নিজে চলতি অর্থের পুরো অংশ নিজের তহবিল থেকে সরবরাহ করতে না পারে তাহলে তিনি বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়স্বজনের নিকট থেকে ব্যক্তিগত ঋণ দিয়ে চলতি অর্থের অভাব পূরণ করতে পারেন।

৩. **গ্রাম্য মহাজন (Village money lender):** বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মালিকগণ তাদের নিজ গ্রাম বা পাশাপাশি গ্রামের মহাজনদের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করে স্বল্পমেয়াদি অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারেন। অবশ্য এ ধরনের ঋণের ওপর চড়া হারে সুদ দিতে হয়।

৪. **দেশজ ব্যাংকার (Local banker):** বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চল এবং শহরাঞ্চল উভয় স্থানেই মহাজনদের মতো সুদের ব্যবসায়ী থাকে। তারা সুদের ওপর ঋণ দেয়। ব্যবসায়ের চলতি অর্থের জন্য এরা একটি বিরাট উৎস। এরা সর্বসাধারণের নিকট দেশজ ব্যাংকার নামে পরিচিত।

৫. **ব্যবসায়িক ঋণ (Business loan):** ব্যবসায়িক ঋণ চলতি অর্থের একটি উৎস। আমাদের দেশে একজন ব্যবসায়ী আরেকজন ব্যবসায়ীর নিকট থেকে বাকিতে পণ্য ক্রয় করে সাময়িকভাবে চলতি মূলধনের ঘাটতি কিছুটা পূরণ করতে পারেন।

৬. **গ্রাহকদের নিকট থেকে অগ্রিম গ্রহণ (Taking advance from customers):** এদেশের বড় বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলো বিশেষ করে উৎপাদক এবং পাইকারগণ গ্রহকদের নিকট থেকে পণ্যের মূল্য বাবদ অগ্রিম টাকা গ্রহণ করে স্বল্পমেয়াদি অর্থের ব্যবস্থা করতে পারেন।

৭. **বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ (Commercial bank loan):** বাণিজ্যিক ব্যাংক দেশের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহকে জমাতিরিক্ত উত্তোলন, নগদ ঋণ ইত্যাদি প্রদান করেও স্বল্পমেয়াদি অর্থসংস্থান করে থাকে।

৮. **সমবায় ব্যাংক (Cooperative bank):** সমবায় ব্যাংকগুলো ক্ষুদ্রায়তনের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে স্বল্প সময়ের জন্য ঋণ দিয়ে তাদেরকে চলতি পুঁজির সমস্যা কাটিয়ে ওঠতে সাহায্য করে।

৯. **ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধি (Managing agent):** ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধিরা তাদের অধীনস্থ কোম্পানিগুলোকে প্রয়োজনবশত চলতি মূলধন সরবরাহ করে থাকে।

১০. **মুনাফার অংশ সংরক্ষণ (Preservation from profit):** ব্যবসায়ে প্রতি বছর যে মুনাফা অর্জিত হয় তার সবটা মালিক নিজে ভোগ না করে কিছু অংশ চলতি মূলধন হিসেবে ব্যবহার করতে পারে।

১১. **সমবায় ঋণদান সমিতি (Cooperative credit Society):** কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান জামানত প্রদানের মাধ্যমে ঋণদান সমিতি থেকে স্বল্প মেয়াদের জন্য ঋণ গ্রহণ করে থাকে।

১২. **কমার্শিয়াল পেপার হাউস (Commercial paper house):** কর্মাশিয়াল পেপার হাউস এক ধরনের বিশেষায়িত মূলধন সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান। সংশ্লিষ্ট ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ হুন্ডি, বিনিময় বিল, অঙ্গীকারপত্র ইত্যাদি মেয়াদ পূর্তির পূর্বে এখানে বিক্রয় করে আগাম অর্থ সংগ্রহ করে থাকে।

১৩. **এন.জি.ও. (Non Govermant organization):** অনেক বেসরকারি সংস্থা (NGO) ক্ষুদ্র উৎপাদক ও ব্যবসায়ীদের স্বল্প মেয়াদের জন্য ঋণ প্রদান করে। গ্রামীণ ব্যাংক, ব্রাক, প্রশিকা ইত্যাদি এন.জি.ও. সমূহ বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে এ জাতীয় ঋণ সরবরাহ করে।

১৪. **সরকারি প্রতিষ্ঠান (Government institutions):** অনেক দেশেই সরকারি প্রতিষ্ঠান বা বিভাগ শিল্প ও বাণিজ্যক্ষেত্রে ঋণদান কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

১৫. **ভূমি বন্ধকি ব্যাংক (Land mortgage bank):** কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভূমি বন্ধকি ব্যাংক নামক আর্থিক প্রতিষ্ঠান জমি বন্ধক রেখে ঋণ দান করে থাকে। ব্যবসায়ীরা ভূমি বন্ধকি ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করে স্বল্প মেয়াদি অর্থের সংস্থান করতে পারে।

উল্লিখিত উৎস ছাড়াও শিল্প ঋণসংস্থা, সম্পত্তি বিক্রয় ইত্যাদি বিভিন্ন উৎস ব্যবহার করেও ব্যবসায়ে স্বল্প মেয়াদি অর্থসংস্থান করা হয়ে থাকে।

সারসংক্ষেপ

একটি উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠান বা অন্য যে কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে আরম্ভ করে বিলুপ্ত হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে অর্থের প্রয়োজন হয়। প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা ও সংগৃহীত অর্থের সদ্ব্যবহার করা- এ সবই ব্যবসায় অর্থসংস্থানের আওতাভুক্ত। বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবসায়ে অর্থসংস্থান করা হয়। অর্থসংস্থানের এসব উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে বিভিন্ন মেয়াদের জন্য অর্থ সরবরাহ করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যবসায় অর্থসংস্থানকে তিনভাগে ভাগ করা যায়- স্বল্পমেয়াদি অর্থসংস্থান, মধ্যম মেয়াদি অর্থসংস্থান এবং দীর্ঘমেয়াদি অর্থসংস্থান। ব্যবসায়ে বিভিন্ন প্রকার উৎস থেকে অর্থসংস্থান করা হয়ে থাকে। এদের মধ্যে কতগুলো রয়েছে দীর্ঘমেয়াদী উৎস আবার কতগুলো রয়েছে স্বল্পমেয়াদি উৎস। দীর্ঘমেয়াদি এবং স্বল্পমেয়াদি অর্থসংস্থানের উদ্দেশ্য সর্বদা এক রকম হয় না। উভয় প্রকার অর্থের ব্যবহারের তারতম্যের দরুন অর্থ সংগ্রহের উৎসও স্বাভাবিকভাবেই ভিন্ন ভিন্ন রকম হয়।

পাঠ ৯.২ বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান
Specialized Financial Institutions

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বিভিন্ন ধরনের বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পর্কে বলতে পারবেন।

যে কোনো দেশের শিল্প ও বাণিজ্যিক খাতের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে সে দেশের বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা অপরিসীম। বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান বলতে অর্থনীতির বিশেষ বিশেষ খাতে আর্থিক সহায়তা দানের লক্ষ্যে স্থাপিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে বোঝানো হয়। শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নয়ন ও বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে বাংলাদেশে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বেশ কিছু আর্থিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানগুলোর নাম এবং এদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে আলোচনা করা হলো:

বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ
Specialised financial Institutions

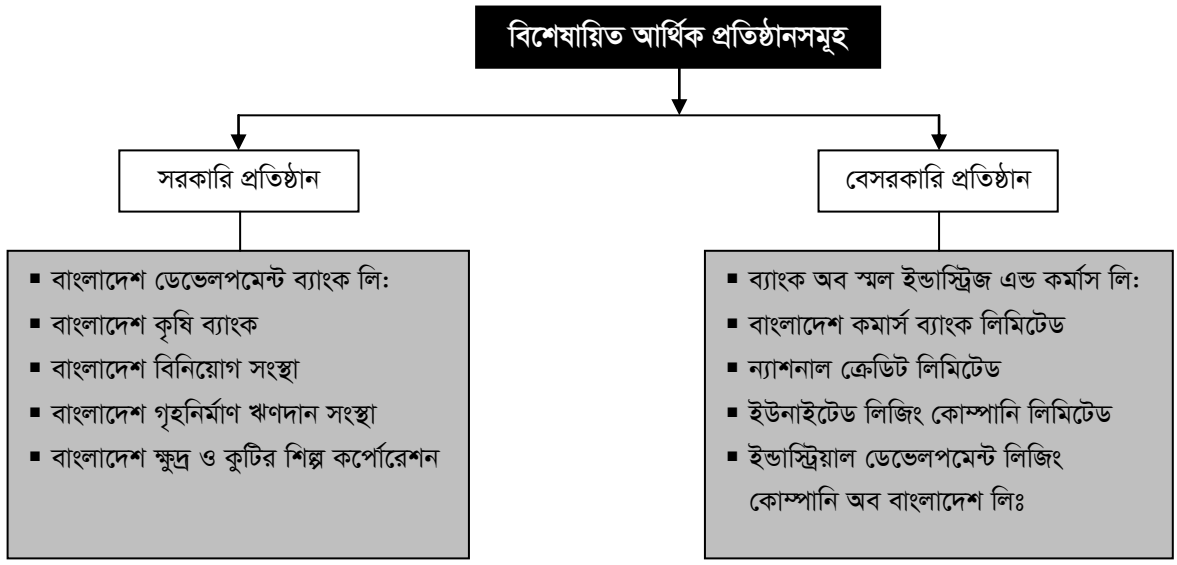

চিত্র ৯.২: বিভিন্ন ধরনের বিশেষায়িত ব্যাংক

১. **বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড (Bangladesh Development Bank Ltd):** বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক। বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক ও বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থাকে একীভূত করে এ ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। বিডিবিএল দীর্ঘ ও মধ্য মেয়াদি ঋণ, কার্যকরী মূলধন প্রদান, সমমূলধন সুবিধা, বাণিজ্যিক ব্যাংক সেবা, যথা- আমানত যোগান, বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা,

ঋণপত্র ব্যবস্থাপনা, বিদেশি মুদ্রা প্রত্যাবসন এবং ঋণ গ্রহীতার পক্ষে ঋণ পরিশোধে সহায়কের ভূমিকা পালন করে থাকে। দেশের শিল্পায়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে শিল্প প্রতিষ্ঠানে ঋণদান, চালু শিল্পের আধুনিকীকরণ, নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন, রুগ্ন শিল্পের পুর্নবাসন ইত্যাদি বহুবিধ সুযোগ-সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যেই এ ব্যাংক স্থাপিত হয়।

২. **বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (Bangladesh Krishi Bank):** দেশের কৃষি খাতের উন্নয়ন তথা কৃষি, মৎস্য চাষ, পশু পালন, হাঁস-মুরগীর খামার প্রতিষ্ঠা, জলসেচ, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ইত্যাদির উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক জনগণকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তালিকাভুক্ত ব্যাংক হিসেবে এ ব্যাংক গ্রাহকদের সাধারণ ব্যাংকিং সুবিধাও প্রদান করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই পাকিস্তান কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক এর পূর্ব পাকিস্তান কার্যালয় এবং এর শাখাসমূহের সকল দায়দায়িত্ব ও সম্পত্তি নিয়ে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক গঠন করা হয়। ১৯৭৩ সালে রাষ্ট্রপতির বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক অধ্যাদেশ ২৭ বলে এর পূর্ব নাম পরিবর্তন করে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক রাখা হয়। প্রতিষ্ঠাকালে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ছিল ২০ কোটি টাকা। পরবর্তীতে তা ১০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়।

৩. **বাংলাদেশ বিনিয়োগ সংস্থা (Investment Corporation of Bangladesh):** বিনিয়োগের ভিত্তি সম্প্রসারণ, বিনিয়োগে উৎসাহদান এবং মূলধন বাজারের উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে ১৯৭৬ সালের অক্টোবর মাসে বাংলাদেশ পুঁজি বিনিয়োগ সংস্থা স্থাপিত হয়। এ সংস্থা পরিচালনার জন্য ১১ সদস্যবিশিষ্ট একটি পরিচালনা পর্ষদ রয়েছে। বাংলাদেশ পুঁজি বিনিয়োগ সংস্থা দেশের শিল্পোন্নয়ন দ্রুত ও সুসংহত করার লক্ষ্যে সঞ্চয়কারীদের সঞ্চয়ে উৎসাহদান , উদ্যোক্তা সৃষ্টি, দীর্ঘমেয়াদি ও মধ্যম মেয়াদি ঋণ মঞ্জুর, শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে উপদেশ এবং পরামর্শ প্রদান ও এ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে।

৪. **বাংলাদেশ গৃহ নির্মাণ ঋণদান সংস্থা (Bangladesh House Building Finance Corporation):** বেসরকারি খাতে আবাসিক বাড়ি নির্মাণের জন্য জনগণকে সহজ শর্তে ঋণদানের উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৭৩ সালে রাষ্ট্রপতির ৭নং আদেশবলে বাংলাদেশ গৃহ নির্মাণ ঋণদান সংস্থা গঠিত হয়। ১০ কোটি টাকা অনুমোদিত মূলধন নিয়ে এ সংস্থা চালু করা হয়। পরবর্তীতে তা বৃদ্ধি করে ১১০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। সরকার কর্তৃক নিযুক্ত পরিচালনা বোর্ড দ্বারা এ কর্পোরেশন পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। আবাসিক গৃহ নির্মাণ, সংস্কার এবং নির্মিত গৃহের কাঠামোগত পরিবর্তন সাধনের জন্য ঋণ প্রদানই এ সংস্থার প্রধান উদ্দেশ্য।

৫. **বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (Bangladesh Small and Cotage Industries Corporation):** দেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প তথা গ্রামীণ শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা (বিসিক) সরকারি খাতে একটি মুখ্য প্রতিষ্ঠান। ১৯৫৭ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থাকে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর পুনর্গঠিত করে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ সংস্থা তার প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে শুরু করে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, বিদ্যমান শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, নতুন ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ ইত্যাদি নানাবিধ কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা মূলত গ্রামীণ অবকাঠামোকে সুসংহত ও শক্তিশালী করে গড়ে তুলে দেশের বেকার সমস্যা সমাধানে এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পগুলোকে সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে গতিশীলতা আনতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

৬. **ব্যাংক অব স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ এন্ড কমার্স লিমিটেড (Bank of Small Industrise and Commerce Ltd.):** ব্যাংক অব স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ এন্ড কমার্স লিঃ কোম্পানি আইন অনুযায়ী ১৯৮৮ সালে বেসরকারি ব্যাংক হিসেবে নিবন্ধিত হয়। ১৯৮৯ সালের জানুয়ারি মাস হতে আনুষ্ঠানিকভাবে এর কার্যক্রম শুরু করে। এ ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধন ১০ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত মূলধন ৮ কোটি টাকা। এ প্রতিষ্ঠানটি প্রদত্ত মোট ঋণের ৫০% শুধুমাত্র ক্ষুদ্র শিল্পখাতে ব্যয় করার নীতি গ্রহণ করেছে।

৭. **বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিমিটেড (Bangladesh Commerce Bank Ltd.):** একটি অব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে অবলুপ্ত বাংলাদেশ কমার্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড ২৭ জানুয়ারি ১৯৮৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৯২ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত ব্যবসায় অব্যাহত রাখে। কিন্তু তরল সম্পদের সংকটে পড়ে এটি কার্যক্রম চালাতে ব্যর্থ হওয়ায় এপ্রিল ১৯৯২-এ বাংলাদেশ ব্যাংক এর ব্যবসায়িক কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা করে। পরবর্তীতে বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশ কমার্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেডকে বিলুপ্ত করে বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে।

বিসিআইএল-কে বিসিবিএল-এ রূপান্তর এবং এর ব্যবসায়িক ও প্রশাসনিক পুনর্গঠন, কার্যসম্পাদন এবং পরিচালনার জন্য ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮ তারিখে সরকার ১০ সদস্যবিশিষ্ট একটি পরিচালক পর্ষদ গঠন করে। সাবেক বিসিআইএল-এর ২৪টি শাখাকে পুনর্গঠন করে বিসিবিএল-এর পূর্ণাঙ্গ শাখা হিসেবে চালু করা হয়। একটি তফসিল বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিমিটেড ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ তারিখে বাণিজ্যিক ব্যাংকিং ব্যবসায় আরম্ভ করে।

৮. **ন্যাশনাল ক্রেডিট লিমিটেড (National Credit Ltd.):** প্রথম বেসরকারি বিনিয়োগ কোম্পানি হিসেবে এ প্রতিষ্ঠানটি ১৯৮৫ সালে স্থাপিত হয়। দেশের ব্যবসায় বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করাই এর প্রধান উদ্দেশ্য।

৯. **ইউনাইটেড লিজিং কোম্পানি লিমিটেড (United Leasing Company Ltd.):** কোম্পানি আইনের অধীনে গঠিত ইউনাইটেড লিজিং কোম্পানি একটি বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান। ১৯৮৯ সালে নিবন্ধিত হলেও ১৯৯৪ সালে এর কার্যক্রম শুরু হয়। এ সময়ই প্রতিষ্ঠানটি ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত হয়। বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানে আর্থিক সহায়ত প্রদানই এ সংস্থার মূল উদ্দেশ্য।

১০. **ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট লিজিং কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড (Industrial Development Leasing Company of Bangladesh Ltd.):** কোম্পানি আইনের পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে ১৯৮৬ সালের ২ ফেব্রুয়ারি এর কার্যক্রম শুরু হয়। দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের যৌথ উদ্যোগে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর অনুমোদিত মূলধনের পরিমান ১০ কোটি টাকা। কোম্পানিটি বিভিন্ন কোম্পানিকে মধ্যম মেয়াদি লিজ ফাইনান্সিং করে থাকে। এটি রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্নভাবে সহায়তা প্রদান ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির ক্ষেত্রেও সাহায্য সহযোগিতা করে থাকে।

সারসংক্ষেপ

যে কোনো দেশের শিল্প ও বানিজ্যিক খাতের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে সে দেশের বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা অপরিসীম। বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান বলতে অর্থনীতির বিশেষ বিশেষ খাতে আর্থিক সহায়তা দানের লক্ষ্যে স্থাপিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে বোঝানো হয়। শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নয়ন ও বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে বাংলাদেশে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বেশ কিছু আর্থিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, যেমন- বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লি:, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, বাংলাদেশ বিনিয়োগ সংস্থা, বাংলাদেশ গৃহনির্মাণ ঋণদান সংস্থা, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন, ব্যাংক অব স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ এন্ড কর্মাস লি:, বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিমিটেড, ন্যাশনাল ক্রেডিট লিমিটেড, ইউনাইটেড লিজিং কোম্পানি লিমিটেড, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট লিজিং কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ ইত্যাদি।

পাঠ ৯.৩ স্টক এক্সচেঞ্জ
Stock Exchange

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি -

- বাংলাদেশের শেয়ার বাজার সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- স্টক এক্সচেঞ্জে ক্রয় বিক্রয়ের নিয়মাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশে স্টক এক্সচেঞ্জ বর্ণনা করতে পারবেন।

শেয়ার বাজার বা স্টক এক্সচেঞ্জে এমন একটি স্থান যেখানে বিভিন্ন সসীম দায়বদ্ধ কোম্পানি (পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি) যারা স্টক এক্সচেঞ্জে নিবন্ধিত তাদের শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা হয়। একে পুঁজি বাজারও বলা হয়। শেয়ার বাজারে সুনির্ধারিত নিয়মনীতি অনুসরণ করে শেয়ার, স্টক, বন্ড,ঋণপত্র ইত্যাদি ক্রয়বিক্রয় কার্য পরিচালিত হয়ে থাকে। শেয়ার বা স্টকের ক্রয়বিক্রয় ছাড়াও এর সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজও স্টক এক্সচেঞ্জ করে থাকে। স্টক এক্সচেঞ্জ মূলত একটি মাধ্যমিক বাজার (Secondary market)। এতে প্রাথমিক বাজারের (Primary market) বিক্রিত শেয়ার বা ঋণপত্র ক্রয়বিক্রয় কার্য চলে। বিভিন্ন লেখক স্টক এক্সচেঞ্জকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। নিম্নে এর কয়েকটি উপস্থাপন করা হলো:

- **হ্যারল্ড** (Dr. Harold) এর মতানুসারে "স্টক এক্সচেঞ্জ হলো একটি সংগঠিত পুঁজি বাজার যেখানে পাবলিক কোম্পানিসমূহের স্টক ও ঋণপত্র কেনাবেচা হয়।" [Stock exchange is an organized financial market, where stock and debentures of the public companies are bought and sold.]
- **হেস্টিংস** (Hastings) এর মতে, "শেয়ার বাজার হলো এমন একটি স্থান যেখানে শেয়ার বা বন্ডের ক্রেতা এবং বিক্রেতা বা তাদের প্রতিনিধিগণ লগ্নিপত্র ক্রয়-বিক্রয় সংশ্লিষ্ট লেনদেনে অংশগ্রহণ করে।" [Stock exchange comprises at the places where buyers and sellers of stocks and bonds or their representatives undertake transactions involving the sale of securities.]
- **১৯৫৬ সালের সিকিউরিটি সংক্রান্ত চুক্তি (নিয়ন্ত্রণ) আইনে** শেয়ার বাজারের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, "শেয়ার বাজার হলো এমন একটি সমিতি, সংগঠন বা ব্যক্তিবর্গের সমষ্টি যা লগ্নিপত্র ক্রয়-বিক্রয় বা অনুরুপ ব্যবসায়কে সাহায্য, পরিচালনা বা নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয় এবং এটি কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধিত হতে পারে আবার নাও হতে পারে।"

উল্লিখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, স্টক এক্সচেঞ্জ হচ্ছে এমন একটি সুসংগঠিত বাজার যেখানে সুনির্ধারিত নিয়মনীতি অনুসরণ করে সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ও বেসরকারি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির শেয়ার, স্টক, ঋণপত্র, সিকিউরিটিজ ক্রয়বিক্রয় কার্য সম্পাদন করা হয়।

স্টক এক্সচেঞ্জে ক্রয় বিক্রয়ের নিয়মাবলি বা লেনদেন পদ্ধতি
Rules/Methods of trading in stock exchange

স্টক এক্সচেঞ্জে ক্রয়বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সুনির্ধারিত নিয়ম পদ্ধতি রয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এ লেনদেন পদ্ধতিতে কিছুটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তবে সাধারণত নিম্নলিখিত ৩টি পদ্ধতিতে এ লেনদেন কার্য সম্পাদিত হয়ে থাকে:

১. ডাক পদ্ধতি
২. লেনদেন স্থান পদ্ধতি
৩. জবিং পদ্ধতি

১. ডাক পদ্ধতি (Call-over system): শেয়ার লেনদেনের প্রাচীন পদ্ধতি হচ্ছে ডাক পদ্ধতি। যে সব স্টক এক্সচেঞ্জ আকারে তেমন বড় নয়, তালিকাভুক্ত সদস্য সংখ্যা কম, লেনদেনের পরিমাণও বেশি নয়, সেসব স্টক এক্সজেঞ্জে ডাক পদ্ধতি বা কল-ওভার পদ্ধতিতে শেয়ার ক্রয়বিক্রয় হয়। এ পদ্ধতিতে স্টক এক্সচেঞ্জের কর্মকর্তাগণ পর্যায়ক্রমে এক একটি কোম্পানির শেয়ার বা ঋণপত্রের দাম ঘোষণা করে নিলাম ডাকতে থাকেন। সাধারণত ক্রেতাগণ ঐ নিলামে অংশ নেবার উদ্দেশ্যে স্টক এক্সচেঞ্জের সদস্য বা অনুমোদিত ব্যক্তি, জবার, কিংবা দালালের স্মরণাপন্ন হন। ডাকের মাধ্যমে শেয়ার বা ঋণপত্রের মূল্য নির্ধারিত হলে নতুন মূল্যসহ ক্রয়বিক্রয়ের আদেশ লিপিবদ্ধ করা হয়। এ পদ্ধতিকে ক্রাই আউট (cry-out) পদ্ধতিও বলা হয়।

২. লেনদেন স্থান পদ্ধতি (Trading post system): এ পদ্ধতি ডাক পদ্ধতির সম্প্রসারিত রূপমাত্র। শেয়ার ক্রয়বিক্রয়ের এ পদ্ধতি ডাক পদ্ধতির মতোই। এ ক্ষেত্রে যে পার্থক্যটুকু রয়েছে তা হচ্ছে, এ পদ্ধতিতে স্টক এক্সচেঞ্জ এর ফ্লোরকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। কোন ভাগে কোন সিকিউরিটি ক্রয়বিক্রয় হবে এক্ষেত্রে তা পূর্বেই নির্ধারণ করে নেয়া হয়। স্টক এক্সচেঞ্জের আকার বড় হলে কিংবা লেনদেনের পরিমাণ বেশি হলে লেনদেন স্থান পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।

৩. জবিং পদ্ধতি (Jobbing system): এ পদ্ধতিতে জবার (jobber) এর মাধ্যমে শেয়ার ক্রয়বিক্রয় কার্য চলে। জবার হচ্ছে শেয়ার বাজারের একজন অনুমোদিত সদস্য। তারা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রত্যক্ষ শেয়ার ব্যবসায়ী। জবারগণ দালালের মাধ্যমে ক্রেতাগণের কাছে শেয়ার ক্রয়বিক্রয় করে। দালালরা ক্রেতা ও জবারদের মধ্যস্থকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় এবং সেজন্য তারা কমিশন পেয়ে থাকে। এক্ষেত্রে দালালগণ জবারদের কাছ থেকে ক্রেতাদের বা বিক্রেতাদের পছন্দনীয় শেয়ারেরর দাম জানতে চান। জবারের সাথে দরকষাকষি করে একমত হলে দালাল মক্কেলের পক্ষে আলাদাভাবে ক্রয় বা বিক্রয় চুক্তি করেন। চুক্তিতে দালাল, জবার এবং মক্কেলের নাম, ঠিকানা এবং অন্যান্য বিবরণ, শেয়ার বা ঋণপত্রের মূল্য, দালালের কমিশন এবং লেনদেনের তারিখ উল্লেখ থাকে। লন্ডন স্টক এক্সচেঞ্জে এ পদ্ধতিতে শেয়ার বা ঋণপত্র ক্রয়বিক্রয় হয়ে থাকে।

বাংলাদেশে স্টক এক্সচেঞ্জ

Stock exchange in Bangladesh

স্টক এক্সচেঞ্জ হচ্ছে বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সুগঠিত মূলধন বাজার। সাম্প্রতিক সময়ে এটি এক বহুল আলোচিত আর্থিক বাজার হিসেবে বিবেচিত।

দেশ বিভক্তির পূর্বে এ অঞ্চলের শেয়ার ক্রয়বিক্রয়ের স্থান ছিল কলতাকা স্টক এক্সচেঞ্জ। ১৯৫৪ সালে এর নামকরণ করা হয় ইস্ট পাকিস্তান স্টক এক্সচেঞ্জ এসোসিয়েশন লিমিটেড। পরবর্তীতে এর নাম পরিবর্তন করে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ করা হয়। ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হবার পর রাষ্ট্রীয় পট পরিবর্তনের কারণে স্টক এক্সচেঞ্জের কার্যক্রম দীর্ঘদিন বন্ধ থাকে। ১৯৭৬ সালে পুনরায় এর কার্যক্রম শুরু হয়। এরপর থেকে বাংলাদেশে স্টক এক্সচেঞ্জের কার্যক্রম অব্যাহত থাকে।

বাংলাদেশের মূলধন বাজারের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে সরকার ১৯৯৩ সালে সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (SEC) গঠন করে। শেয়ার বাজারকে প্রতিযোগিতাপূর্ণ ও গতিশীল করার লক্ষ্যে ১৯৯৫ সালে সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের অনুমোদন সাপেক্ষে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ গঠিত হয়। বর্তমানে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ এ দুটি স্টক এক্সচেঞ্জে শেয়ার, ঋণপত্র ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয় কার্য চলে। বাংলাদেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নগরীতে আরও স্টক এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, মূলধন বাজারের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় শেয়ার বাজার প্রতিষ্ঠা করারও চিন্তাভাবনা চলছে। আসুন, বাংলাদেশের এ দুটি স্টক এক্সচেঞ্জ সম্পর্কে জেনে নিই।

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই)

Dhaka Stock Exchange (DSE)

বাংলাদেশের প্রথম ও বৃহৎ স্টক এক্সচেঞ্জ হচ্ছে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ। দেশের মূলধন বাজারকে সুগঠিত ও গতিশীল করার লক্ষ্যে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ভূমিকা অপরিসীম। এ শেয়ার বাজারে তালিকাভুক্ত পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের শেয়ার, ঋণপত্র, সিকিউরিটিজ ইত্যাদি ক্রয়বিক্রয় করা হয়।

১৯৫৪ সালে সর্বপ্রথম এদেশে পূর্ব পাকিস্তান স্টক এক্সচেঞ্জ এসোসিয়েশন লিমিটেড নামে একটি স্টক এক্সচেঞ্জ গঠিত হয়। এর নিবন্ধিত কার্যালয় ছিল নারায়ণগঞ্জে। এ কার্যালয়টি ১৯৫৯ সালে ঢাকাস্থ মতিঝিলে স্থানান্তরিত হয়। এটি ১৯৬২ সালে ইস্ট পাকিস্তান স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড ও ১৯৬৪ সালে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড নামে নামকরণকৃত হয়। স্বাধীনতার প্রাক্কালে এর সদস্য সংখ্যা ছিল ১৯৫ জন এবং তালিকাভুক্ত কোম্পানির সংখ্যা ছিল ১৯৬ টি। এসব কোম্পানির পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ছিল ৪০০ কোটি টাকা।[১]

সরকারি নীতিগত কারণে দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর ১৯৭৬ সালে পুনরায় এর কার্যক্রম শুরু হয়। তখন এর তালিকাভুক্ত কোম্পানি ছিল মাত্র ৯টি এবং পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ছিল প্রায় ১৩,৭৫,৪০,০০০ টাকা। বর্তমানে ডিএসইর সদস্য সংখ্যা ২৩৬, এর মধ্যে ২১৮ জন সদস্য সক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে সম্পৃক্ত রয়েছেন। অবশ্য সংঘস্বারক অনুযায়ী বাকি ১৪টি সদস্যপদ বর্তমানে বিক্রয়ের প্রক্রিয়ায় আছে। এদের মধ্যে মোট কোম্পানির সংখ্যা ৫৬৩টি।[২]

সাধারণত শেয়ারবাজারের গতি বা সার্বিক অবস্থা বুঝার জন্য সূচক ব্যবহার করা হয়। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে তিনটি সূচক ব্যবহার করা হয়, যেমন- ডিএসই ব্রড সূচক, ডিএসইএস সূচক এবং ডিএসই ৩০ সূচক। ৩ জানুয়ারি ২০১৮ এর হিসাব অনুযায়ী ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের বাজার মূলধন ছিল প্রায় ৪,২৮৫,০৯৫ মিলিয়ন টাকা এবং বর্তমানে এর প্রধান মূল্যসূচক ডিএসইএক্স (DSEX) ৫৫৮৩ পয়েন্ট।

২৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি পরিচালনা বোর্ড ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড (ডিএসই) এর প্রশাসনিক ও অন্যান্য সকল কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এর মধ্যে ১২ জন সদস্য ব্রোকারদের মধ্য থেকে নির্বাচিত হন এবং ১২ জন সদস্য এসইসি (সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন)- এর অনুমোদনক্রমে এক্সচেঞ্জের বাইরে থেকে বাছাই করা হয়। পরিচালনা বোর্ডের অপর সদস্য হচ্ছেন এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও)। তাঁর কোনো ভোটদানের ক্ষমতা নাই। পরিচালনা বোর্ড তিন বৎসর মেয়াদের জন্য গঠন করা হয়। ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে কৌশলগত বিনিয়োগকারী হিসেবে ডিএসইর মালিকানায় যুক্ত হয় চীনের সেনজেন স্টক এক্সচেঞ্জ ও সাংহাই স্টক এক্সচেঞ্জ।

চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই)
Chittagong Stock Exchange (CSE)

বাংলাদেশের আর্থিক বাজারের উন্নয়ন সম্প্রসারণ ও বিনিয়োগে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে ১৯৯৫ সালে দেশের দ্বিতীয় শেয়ার বাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই) প্রতিষ্ঠা করা হয়। একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে এটি ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইন অনুসারে নিবন্ধিত হয়। এর কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৯৫ সালের ১০ অক্টোবর। সিএসই এর প্রশাসনিক ও ব্যবসায়িক কার্যক্রম কমবেশি ডিএসই এর অনুরূপ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশেষ করে লেনদেন প্রশাসন ও ব্যবসা পদ্ধতিতে সংস্কার সাধন এবং উৎকর্ষের বিষয়ে সিএসই ডিএসই এর চেয়ে এগিয়ে গিয়েছে। চট্টগ্রামের আগ্রাবাদে অবস্থিত চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ ১৮ সদস্যবিশিষ্ট একটি নীতি নির্ধারণী কমিটি নিয়ে গঠিত। কমিটির ১৮ সদস্যের মধ্যে ৬ জন সিকিউরিটি ও এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক মনোনীত এবং ১২ জন সাধারণ সদস্যদের থেকে নির্বাচিত। বোর্ড প্রেসিডেন্ট ও ৩ জন ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করে থাকে।

শুরুতে এর তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা ছিল ৩০ টি এবং পরিশোধিত শেয়ার মূলধন ও ডিবেঞ্চারসহ এর মোট মূলধনের পরিমাণ ছিল ২১৫.৪ কোটি টাকা। ৩১ ডিসেম্বর ২০০৯ শেষে সিএসই ২৪৫ টি কোম্পানি, ১৭ টি মিউচুয়াল ফান্ড, ১ টি ডিবেঞ্চারে উন্নীত হয়। ৩১ ডিসেম্বর ২০০৯ পর্যন্ত চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত সকল সিকিউরিটিজের পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ৩০,৪২০ মিলিয়ন কোটি টাকা। সিএসই এর সকল সিকিউরিটিজের মোট বাজার মূলধনের পরিমাণ ৭,১৭,৯৩৩ মিলিয়ন টাকা ছিল। ২০১৫ সালে এর তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা ছিল ২৮৯ এবং বাজার মূলধনের পরিমাণ ছিল ২,৫৭,১৪৬ কোটি টাকা। বর্তমানে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ এর কোম্পানি সংখ্যা হলো ২৯৬ টি। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ এর মতো এটিতেও তিনটি সূচক ব্যবহার হয়।

[১] এনামুল হাই, মোহাম্মদ, *স্টক এক্সচেঞ্জ ও বিনিয়োগ*, পৃষ্ঠা-২৮।
[২] স্টক এক্সচেঞ্জ, *বাংলাপিডিয়া*, ২০১৯।

সারসংক্ষেপ

শেয়ার বাজার বা স্টক এক্সচেঞ্জে এমন একটি স্থান যেখানে বিভিন্ন সসীম দায়বদ্ধ কোম্পানি যারা স্টক এক্সচেঞ্জে নিবন্ধিত তাদের শেয়ার ক্রয়বিক্রয় করা হয়। শেয়ার বা স্টকের ক্রয়বিক্রয় ছাড়াও এর সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজও স্টক এক্সচেঞ্জ করে থাকে। স্টক এক্সচেঞ্জ মূলত একটি মাধ্যমিক বাজার। এতে প্রাথমিক বাজারের বিক্রিত শেয়ার বা ঋণপত্র ক্রয়বিক্রয় কার্য চলে। স্টক এক্সচেঞ্জে ক্রয়বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সুনির্ধারিত নিয়ম পদ্ধতি রয়েছে। তবে সাধারণত ৩টি পদ্ধতিতে এ লেনদেন কার্য সম্পাদিত হয়ে থাকে- ডাক পদ্ধতি, লেনদেন স্থান পদ্ধতি এবং জবিং পদ্ধতি। বাংলাদেশের মূলধন বাজারের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে সরকার ১৯৯৩ সালে সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন গঠন করে। বর্তমানে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ এ দুটি স্টক এক্সচেঞ্জে শেয়ার, ঋণপত্র ইত্যাদি ক্রয়বিক্রয় কার্য চলে। বাংলাদেশের প্রথম ও বৃহৎ স্টক এক্সচেঞ্জ হচ্ছে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ। দেশের মূলধন বাজারকে সুগঠিত ও গতিশীল করার লক্ষ্যে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ভূমিকা অপরিসীম। বাংলাদেশের আর্থিক বাজারের উন্নয়ন সম্প্রসারণ ও বিনিয়োগে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে ১৯৯৫ সালে দেশের দ্বিতীয় শেয়ার বাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠা করা হয়। সিএসই এর প্রশাসনিক ও ব্যবসায়িক কার্যক্রম কমবেশি ডিএসই এর অনুরূপ।

ইউনিট মূল্যায়ন

১. ব্যবসায় অর্থসংস্থান বলতে কী বোঝায়? ব্যবসায় অর্থসংস্থানের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।
২. ব্যবসায় অর্থসংস্থানের সংজ্ঞা দিন। ব্যবসায় অর্থসংস্থানের দীর্ঘমেয়াদি উৎসগুলো বর্ণনা করুন।
৩. ব্যবসায় অর্থসংস্থানের স্বল্পমেয়াদি উৎসগুলো কী কী? আলোচনা করুন।
৪. বাংলাদেশের শিল্প ও বাণিজ্যে অর্থসংস্থানের উৎসগুলো বর্ণনা করুন।
৫. স্টক এক্সচেঞ্জের সংজ্ঞা দিন। এর গুরুত্ব বর্ণনা করুন।
৬. স্টক এক্সচেঞ্জের ক্রয়বিক্রয়ের নিয়মাবলি সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
৭. শেয়ার/সিকিউরিটি লেনদেন পদ্ধতি সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
৮. বাংলাদেশের পাঁচটি বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বর্ণনা দিন।
৯. ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন।
১০. বাংলাদেশের ব্যবসায় অর্থসংস্থানের সমস্যাসমূহ আলোচনা করুন।
১১. স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি মূলধনের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করুন।
১২. ব্যবসায় অর্থসংস্থানের উৎস কত প্রকারের ও কী কী?
১৩. আপনি একটি বড় ধরনের কারখানা স্থাপন করতে চান। এ কারণে আপনি কোন কোন উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহ করবেন?